ব্রি ধান৫৭

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৫৭ এর কৌলিক সারিটি বি আর ১১ এবং "INGER" এর মাধ্যমে প্রাপ্ত লাইন CR146-7027-224 এর সাথে পাঁচ বার পশ্চাৎ সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশান এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। পরবর্তীতে "Head Row" পদ্ধতিতে একটি লাইন বাছাই করে বীজ বর্ধন করে চুড়ান্তভাবে কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয়। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের খরাপ্রবণ এলাকায় স্বল্প মেয়াদী জীবনকাল হিসাবে এবং ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় জাত হিসাবে বীজবোর্ড কর্তৃক ২০১১ সালে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

ব্রি ধান৫৭

জাতের বৈশিষ্ট্য

- বর্ধণশীল পর্যায়ে গাছের আকার ও আকৃতি বি আর১১ এর চেয়ে একটু লম্বা।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেমি।
- এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা এবং পাতার রং ফ্যাকাশে সবুজ।
- এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধানের দানা চিকন এবং অগ্রভাগ অনেকটা সোজা।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ১৯.২ গ্রাম।
- পাকা ধানের রং খড়ের মত।

এ জাতের বিশেষ জীবনকাল

ব্রি ধান ৫৭ এর জীবনকাল আগাম উফশী জাত বিনা ধান ৭ এর চেয়ে ১০ দিন এবং ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে ১৫ দিন কম। ব্রি ধান৫৭ মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল। এ জাতের জীবন কাল স্বল্প মেয়াদী হওয়ায় খরা আসার পূর্বেই ধানের দানা দুধ অবস্থা থেকে আধা শক্ত অবস্থায় চলে আসে। তাই এ জাতটিকে খরা পরিহারকারী জাত হিসাবে গণ্য করা যায়। প্রজনন পর্যায়ে একটানা সর্বোচ্চ ৮-১০ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সে সময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০-৮০ সেমি নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা ২০% এর নীচে হলেও এ জাতটি প্রতি হেক্টরে সর্বোচ্চ ৩.০ টন ফলন দিতে সক্ষম।

জীবনকালঃ এ জাতের গড় জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন।

ফলন ঃ উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরে ৪.০ টন থেকে ৪.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন জাতের মতই। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১৫ থেকে ৩০ জুলাই অর্থাৎ ৩১ আষাঢ় থেকে ১৫ শ্রাবণ।
২. **চারার বয়সঃ** ২০-২৫ দিন
৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি
৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৪.১ ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
২০	৭	১১	৮

৪.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। *** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সববেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

৫. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৫৬ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ।

৬. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের পর অন্তত ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

৮. **ফসল কাটা ঃ** ১৫-২০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-৫ নভেম্বর) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd